ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪২
এপ্রিল- জুন : ২০১৫

# শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচার

**ড. মুহাঃ মিজানুর রহমান***

[**সারসংক্ষেপ :** *বর্তমান পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য 'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। 'সামাজিক ন্যায়বিচার'-এর মূল লক্ষ্য হলো প্রত্যেককে তার হক বা প্রাপ্য অংশ পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেয়া। এ ক্ষেত্রে ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু, সাদা-কালো, আরব-অনারব, সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু, দল-মত নির্বিশেষে কেউ কোন রকম অন্যায়-অবিচার ও জুলুম-নির্যাতনের স্বীকার হবে না। পৃথিবীতে নবী ও রাসূলগণের প্রধান কাজ ছিল আল্লাহর বিধানের আলোকে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক এক শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক রাসূলুল্লাহ স. সামাজিক ন্যায়বিচারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, সম্পদের সুষম বণ্টন, জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, সমাজের সকলের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যাবলির মাধ্যমে তিনি এক শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এর জন্য তিনি শরীয়তের বিধান যেমন কার্যকর করেন, তেমনি সকলকে আখিরাতমুখী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেন। আখিরাতের কঠিন জবাবদিহিতার ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করেন। এভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি এমন এক শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আধুনিক বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে আমাদের অবশ্যই রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচারের দিকে লক্ষ্য করতে হবে এবং এর থেকে শিক্ষা নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তা না হলে মানবরচিত মতবাদের মাধ্যমে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা কখনো সম্ভব না। এ সব বিষয়ে আলোচনাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।*]

## ভূমিকা

বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, চারিদিকে অশান্তি ও নৈরাজ্যকর পরিবেশ বিরাজমান। এ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ মানুষের সার্বিক জীবন ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারের অভাব। মুসলিম বিশ্ব এবং তথাকথিত প্রগতিশীল পাশ্চাত্য সমাজ কেউই এ অশান্তি থেকে মুক্ত নয়। বিশ্ব-মুসলিম আজ একদিকে যেমন দ্বীনের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত, অন্যদিকে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, সামাজিক আচার-আচরণ, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতির মোকাবেলা করাসহ দুনিয়াবী বহুক্ষেত্রে তারা ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ করতে ব্যর্থ

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।



হয়েছে। যার ফলে তারা আজ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত, নির্যাতিত ও অপদস্থ। অপরদিকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় পাশ্চাত্য সমাজের সকল প্রচেষ্টাও তেমন ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারছে না। এর প্রধান কারণ, মানুষের সার্বিক জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনা করার উপযোগী মূল্যবোধ তাদের কাছে নেই। এ কারণে মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি বস্তুবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও এর সমাধান করতে পারেনি। আসলে মানুষের সার্বিক জীবনের সঠিক নির্দেশনা কেবল ইসলামের মধ্যেই বিদ্যমান। কারণ ইসলামের নিয়মনীতি ও বিধিবিধান একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক, ব্যক্তি ও সমগ্র মানব সমাজের সম্পর্ক- প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা খুবই স্পষ্ট। এসব নির্দেশনাবলির ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বাস্তবায়নই কেবল সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। যার বাস্তব চিত্র আমরা দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজে। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ স. কিভাবে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আজও আধুনিক বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর সামাজিক ন্যায়বিচার কিভাবে ও কতটা ভূমিকা রাখতে পারে সেটিই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়।

## 'সামাজিক ন্যায়বিচার'-এর পরিচয়

'সামাজিক ন্যায়বিচার' ধারণাটি ব্যাপক অর্থবোধক। এটি দ্বারা শুধু সমাজের কোন একটি বিশেষ দিকের ন্যায়বিচার বুঝায় না, বরং সমাজের সার্বিক সুবিচার প্রতিষ্ঠাই সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রধান লক্ষ্য। যদিও কেউ কেউ 'সামাজিক ন্যায়বিচার' বলতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করাকে বুঝিয়েছেন।[১] কিন্তু ব্যাপক অর্থে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' বলতে সমাজের কল্যাণের জন্য সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে ন্যায়-আচরণকে বুঝায়। John Rawls উল্লেখ করেছেন, সামাজিক ন্যায়বিচার একটি দার্শনিক মতবাদ। বিশ্বের প্রতিটি সমাজে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে মানুষের অধিকার প্রদান ও এক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই 'সামাজিক ন্যায়চির'-এর উদ্দেশ্য।[২] কেউ কেউ সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছেন-

- সমানাধিকার, বৈষম্যহীনতা এবং সুযোগের সমতা বিধান;
- সম্পদের ন্যায়ানুগ বণ্টন;

১. ফুওয়াদ আদিল, *আল-'আদালাতুল ইজতিমাইয়্যাহ*, মিশর : দারুল কাতিব লিত তিবা'য়াহ ওয়ান নাশর, ১৯৬৯, পৃ. ১১

২. John Rawls, *A Theory of Justice,* Sharja : Bentham, 1971, p. 23

- সামাজিক নিরাপত্তা;
- সাধারণ সামগ্রীর সহজলভ্যতা এবং
- জাতি, গোত্র নির্বিশেষে সকলের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।[৩]

এক কথায় 'সামাজিক ন্যায়বিচার' বলতে সমাজের এমন অবস্থাকে বুঝায়, যেখানে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, গোত্র, জাতি, রাষ্ট্র ও বর্ণভেদে প্রত্যেক মানুষ তার পূর্ণ অধিকার ভোগ করবে। সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র প্রত্যেককে যোগ্যতা অনুযায়ী তার প্রাপ্য অংশ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে সে কোন ধরনের জুল্‌মের স্বীকার হবে না।

এটি 'সামাজিক ন্যায়বিচার' ধারণার সামগ্রিক রূপ। আর ইসলামে এটিকে আরো ব্যাপক পরিসরে ব্যাখ্যা করা হয়। এর মধ্যে তাওহীদ, সৃষ্টিজগৎ এবং মানুষের সার্বিক জীবন সম্পৃক্ত। কারণ ইসলাম একটি অবিভাজ্য পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। এর প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখা একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্রষ্টা, সৃষ্টিজগৎ, মানুষ, ব্যক্তি, সমষ্টি, রাষ্ট্র- সব কিছুই সামাজিক ন্যায়বিচারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র সৃষ্টিজগৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন। সৃষ্টিজগৎ সুন্দররূপে পরিচালনা করার জন্য প্রত্যেকটি বস্তুর একটি পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

আমি সবকিছু নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি।[৪]

আর আল্লাহর এই সৃষ্টির প্রতিটি জিনিস একটির সাথে আরেকটি নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। যখন পরস্পরের এই সম্পর্কে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন সৃষ্টি জগতেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সকলের পারস্পরিক সম্পর্কে যখন ন্যায়বিচারের ঘাটতি হয় তখন সৃষ্টিজগৎ অশান্তি ও নৈরাজ্যে ভরে যায়। এজন্য ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, প্রত্যেককে তার অধিকার পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেয়া এবং এর মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টিজগতের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

**শান্তি প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ন্যায়বিচার-এর গুরুত্ব**

আগেই বলা হয়েছে, ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যই হলো প্রত্যেককে তার অধিকার পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেয়া। সমাজের প্রত্যেকে যদি তার প্রাপ্য অংশ পায়, তবে সেখানে কোন রকম ঝগড়া-ফাসাদ, অশান্তি ও হানাহানি থাকে না। এ কারণে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ন্যায়বিচারের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে সবচেয়ে শান্তিময় সমাজ ছিল নবী-রাসূলগণ কর্তৃক

৩. আহমাদ আস-সাইয়্যেদ আন-নাজ্জার, *আল-আলিইয়াতুল ইকাতছাদিয়্যাহ লি বিনাইল আদালাহ আল-ইজতিমা'ইয়্যাহ*, কায়রো : মারকাজুদ দিরাসাত, ২০১২, পৃ. ১১৯

৪. আল-কুরআন, ৫৪ : ৪৯



প্রতিষ্ঠিত সমাজ। আর তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রধান ভিত্তিই ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা। এটা তাঁদের দায়িত্বও ছিল। আর এ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। আল্লাহ তা'য়ালা আল-কুরআনের বহু স্থানে নবী ও রাসূলগণকে সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ পাঠিয়েছি এবং তাঁদের ওপর কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি, যাতে মানবজাতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করে। আমি লোহাও নাযিল করেছি, যার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের অনেক কল্যাণ আছে; এ জন্য যে, আল্লাহ জানতে চান, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।[৫]

'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন-

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সৎকাজ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও অবাধ্যতা নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে সদুপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।[৬]

এছাড়া যারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে না তাদেরকে আল-কুরআন কাফির[৭], যালিম[৮] ও ফাসিক[৯] হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাক্ষীরূপে তোমরা অবিচল থেকো। কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার না করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করবে। এটা তাক্বওয়ার অধিকতর কাছাকাছি। আর আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ নিশ্চয়ই তার খবর রাখেন।[১০]

৫. আল-কুরআন, ৫৭ : ২৫
৬. আল-কুরআন, ১৬ : ৯০
৭. আল-কুরআন, ৫ : ৪৪
৮. আল-কুরআন, ৫ : ৪৫
৯. আল-কুরআন, ৫ : ৪৭
১০. আল-কুরআন, ৫ : ৮

এ আয়াতের তাফসীরে 'আল্লামা হাফিয ইবন কাছীর রহ. বলেন,

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوَّامين بالقسط؛ أي: بالعدل، فلا يَعدلوا عنه يمينًا ولا شمالاً، ولا تأخذهم في الله لومةُ لائمٍ، ولا يَصرفهم عنه صارفٌ، وأن يكونوا متعاونين مُتساعدين مُتعاضدين، مُتناصرين فيه

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মুমিন বান্দাদের ন্যায়ের সাক্ষীরূপে অবিচল থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তারা ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত হয়ে ডানে বা বামে যেতে পারবে না। তাদেরকে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দা প্রভাবিত করবে না, কোন বাধাদানকারী বিরত রাখতে পারবে না। আর তারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে।[১১]

যে বান্দা তার স্রষ্টার হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করে, মানুষিক প্রশান্তিতে জীবন কাটানো তার জন্য অনেক সহজ হয়। পরিবারের প্রত্যেকে যদি অন্যের হক ঠিকমত আদায় করে, তাহলে সে পরিবার সুখ ও শান্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। একইভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেকে যদি অন্যের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকে, কেউ কাউকে যদি বঞ্চিত ও জুল্‌ম না করে, তাহলে সেই সমাজ ও রাষ্ট্র শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর এর বিপরীত হলে সেখানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

মানুষের স্বহস্ত উপার্জনের দরুন জল-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, ফলে তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো হবে, যাতে তারা বিরত হয়।[১২]

এ জন্য বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুযায়ী 'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত পৃথিবী পরিচালনা করেন। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য তিনি সকল কিছুর সুন্দর ব্যবস্থাপনা করেন। তিনি বলেন-

﴿ يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ﴾

তিনি সব কিছুর ব্যবস্থাপনা করেন আর তাঁর আয়াতসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দেন।[১৩]

সুতরাং তাঁরই নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী পৃথিবী চললে সেখানে অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। এছাড়া মানব রচিত কোন পন্থায়, অন্যের উপর জুল্‌ম করে, জোর করে অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা কখনো সম্ভব নয়।

১১. ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, রিয়াদ : দারু তাইবাহ্ লিন নাশর ওয়াত তাওযী', ২য় প্রকাশ, ১৯৯৯, খ. ২, পৃ. ৪৩৩

১২. আল-কুরআন, ৩০ : ৪১

১৩. আল-কুরআন, ১৩ : ২



**বর্তমান বিশ্বে শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচার পরিস্থিতির স্বরূপ**

আজকের বিশ্ব-পরিস্থিতির দিকে তাকালে আমরা যে চিত্র দেখতে পাই তা সত্যিই হতাশাজনক। বিশ্ব শান্তি আজ হুমকির মুখে। সামাজিক ন্যায়বিচার এখানে সুদূর পরাহত। জাহেলী যুগের মত 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতিই যেন সারা বিশ্বে বিরাজমান। ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, আন্তর্জাতিক অঙ্গন- সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের অনেক অভাব। অনেক মারাত্মক অপরাধী ক্ষমতার বলে শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। আবার দুর্বল হওয়ার কারণে লঘু অপরাধে অনেকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করছে। এমনকি অনেক নিরাপরাধ ব্যক্তিকেও দেয়া হচ্ছে মারাত্মক শাস্তি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করছে। তাদের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধ্য করছে। সহজে তা মেনে না নিলে শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এমনকি কখনো কখনো অন্যায়ভাবে তাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। মিথ্যা অজুহাতে গোটা দেশ ধ্বংস করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে মুসলিমদের ও মুসলিম দেশগুলোর অবস্থা আরো ভয়ানক। সারা পৃথিবীতে আজ তারা নানা জুল্‌ম-নির্যাতনের স্বীকার। অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় তারা জর্জরিত। ইসলাম বিদ্বেষী সম্প্রদায় মুসলিম ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর নানামুখী নির্যাতন চালাচ্ছে। কোথাও তারা সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে, কোথাও আবার পরোক্ষভাবে মদদ দিচ্ছে। কোথাও আবার প্ররোচনা দিয়ে মুসলিমদের বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত করছে। এর মধ্যে কোন এক দলকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে অন্য দলের ওপর লেলিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য মুসলিম সম্প্রদায়ও এক্ষেত্রে কম দোষী নয়। তারা আজ ইসলামের শিক্ষা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। সঠিক ইসলাম থেকে তারা বিচ্যুত। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত। আল-কুরআনের এই শিক্ষা তারা নিজেদের সমাজে বাস্তবায়ন করতে পারছে না। আল্লাহ বলেছেন-

﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

যদি মুমিনদের দুটি দল মারামারি করে তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর যদি তাদের এক দল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করবে তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়বে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে তাহলে তোমরা উভয়ের মাঝে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। আল্লাহ তো সুবিচারকারীদেরকেই ভালোবাসেন।[১৪]

১৪. আল-কুরআন, ৪৯ : ৯

এ কারণে বর্তমান বিশ্বে দেখা যায়, বেশিরভাগ অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হচ্ছে হয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর, না হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম শাসিত এলাকায়। আমরা যদি মিয়ানমারের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই মিয়ানমারের সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ সম্প্রদায় সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের নামে গত পঞ্চাশ বছর ধরে অমানবিক জুলুম-নির্যাতন পরিচালনা করছে। মুসলিমদের ব্যাপারে তারা যেন গৌতম বুদ্ধের বাণী 'প্রাণী হত্যা মহা পাপ' এবং 'জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক' ভুলে গেছে। তারা সেখানে মুসলিম নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধসহ সকল মুসলিমদের নির্বিচারে হত্যা করছে। ধ্বংস করছে তাদের ঘর-বাড়ি।[১৫] অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ দখল করে নিচ্ছে। সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে তেমন কিছু যেন অবশিষ্ট নেই। ক্ষমতা থাকলে সবকিছু করা বৈধ মনে করা হচ্ছে। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্ব-নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠীসমূহ সেখানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। জোর করে সেখানে সংখ্যালঘু মুসলিমদের উৎখাত করা হচ্ছে।

অন্যদিকে ফিলিস্তিনের অবস্থা আরো ভয়াবহ। ১৯১৭ সালের বেলফোর ঘোষণা[১৬] অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী ইঙ্গ-মার্কিন জোট সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে অসহায় ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করে সেখানে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এরপর ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরবদের পরাজিত হওয়ার পর ফিলিস্তিনিদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। ইসরাইল কর্তৃক একের পর এক ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড জোরপূর্বক দখলের মাধ্যমে বহু ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। এরপর প্রায় সাত দশক পেরিয়ে গেলেও উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনিরা আজো তাদের নিজ আবাসে ফিরতে পারেনি। বরং ইসরাইলের নির্যাতনে প্রতিনিয়ত ফিলিস্তিনি নারী, পুরুষ, শিশু নিহত হচ্ছে। নির্বিচারে বর্ষিত বোমার আঘাতে তাদের ঘর-বাড়ি চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। ইসরাইলী দখলদার বাহিনী নানা অজুহাতে ফিলিস্তিনিদের তাদের আবাস থেকে উচ্ছেদ করছে। তাদের জায়গা-জমি দখল করছে। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বহু পশ্চিমা দেশ নীরবে তাদের এসব অন্যায় কর্মকাণ্ডের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার মিথ্যা অজুহাতে ইরাককে ধ্বংস করা হয়েছে। সেখানে নির্বিচারে হাজার হাজার নিরীহ ও নিরপরাধ নারী-পুরুষ, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধকে হত্যা করা হয়েছে। আফগানিস্তানও একই পরিণতি ভোগ করেছে। একজন ব্যক্তিকে শাস্তি

১৫. মাহমুদুর রহমান, *মুসলমানের মানবাধিকার থাকতে নেই*, ঢাকা : কাশবন প্রকাশন, ২০১৪, পৃ. ১৪০

১৬. ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব আর্থার জেম্‌স্ বেলফোর তাঁর দেশের ইহুদী নেতা ব্যারন রথচাইল্ডকে লিখিত এক পত্রের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনের আরব ভূমিতে একটি ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন। যাকে ঐতিহাসিক বেলফোর ঘোষণা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।



দিতে গিয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে বহু জনপদ। বন্দী করা হয়েছে বহু মানুষকে। শুধু বন্দী করেই ক্ষান্ত দেয়া হয়নি। বন্দীদের উপর চালানো হয়েছে অমানবিক নির্যাতন। গুয়াতানামো কারাগারের কথা আমরা জানি। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কারাগার, যা বন্দীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত। এই কারাগারে বন্দীদের বিনাবিচারে আটক রাখা হয় এবং তথ্য আদায়ের লক্ষ্যে ওয়াটার বোর্ডিংসহ বিবিধ আইন বহির্ভূত উপায়ে নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনের প্রকার ও মাত্রা এতই বেশি যে এই কারাগারকে মর্ত্যের নরক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৭]

ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও লিবিয়ার ন্যায় সিরিয়া, মিসর ও ইয়ামেনেও যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে। অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুম-নির্যাতনে সেখানের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। সেখানে অমুসলিমদের চেয়ে মুসলিমদের দ্বারাই অন্য মুসলিম নির্যাতিত হচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর মুসলিমরা এ সব বন্ধে সেখানে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। তারা পাশ্চাত্যের বৃহৎ শক্তিগুলো দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে। মুসলিম নামধারী কিছু অত্যাচারী শাসক দ্বারা তারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতা করছে অমুসলিমরা।

এছাড়া বর্তমানে সারা বিশ্বের অমুসলিম সমাজেও চরম অশান্তি বিরাজমান। বর্তমানের পরিবর্তিত ও কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের বানানো বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ মানুষের সামগ্রিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের সঠিক সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাওহীদ ও আখিরাত বিমুখ কোন জড়বাদী নীতি কখনো সমাজে সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করতে পারে না। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ইনসাফপূর্ণ কোন কর্মসূচী নেই। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, পাশ্চাত্যের পারিবারিক জীবন আজ হুমকির মুখে। সেখানে পিতা তার সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করছে না। একইভাবে সন্তানও পিতা-মাতার প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করছে না। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের হক আদায় করছে না। ফলে সেখানে এক অশান্তিকর পরিবেশ বিরাজ করছে।[১৮] এছাড়া পাশ্চাত্যের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো নানাভাবে বিশ্বের দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ওপর তাদের অন্যায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে। যে কারণে বিশ্বশান্তি চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

### রাসূলুল্লাহ স.-এর 'সামাজিক ন্যায়বিচার' ধারণার শ্রেষ্ঠত্ব

রাসূলুল্লাহ স.-এর রিসালাতের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সকল স্তরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে প্রত্যেককে তার পরিপূর্ণ হক

১৭. http://archive.prothom-alo.com/detail/news/27087

১৮. সায়্যিদ কুতুব, *আল-'আদালাহ আল-ইজতিমা'ইয়্যাহ ফিল ইসলাম*, বৈরুত : দারুশ শুরুক, ১৯৯৫, পৃ. ২৭

দিয়ে দেয়া। আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলুল্লাহ স.-কে অধিক গুরুত্বসহকারে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে-

﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾

অতএব তুমি লোকদেরকে (সেই বিধানের দিকে) ডাকো এবং নিজে অটল থাকো, যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো। তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো না। বলো, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তা বিশ্বাস করেছি। আর আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমাদের এবং তোমাদের মাঝে কোনো বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে একত্রিত করবেন। তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।[১৯]

আল-কুরআনের আবেদন অনুসারে তিনি সকলকে এমন এক সমাজ ব্যবস্থার দিকে আহ্বান করেন যেটা পরিপূর্ণ ইনসাফভিত্তিক। এ জন্য তিনি সর্বপ্রথম নিজেকে সমস্ত ভাল গুণে গুণান্বিত করেন। ন্যায়বিচার, আমানতদারী, সত্যবাদিতা, ওয়াদা রক্ষা, ক্ষমা, বিনয় প্রভৃতি উত্তম মানবিক গুণাবলি ছোটকাল থেকেই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বিশেষ করে তৎকালীন আরব সমাজের নানা অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা তাঁকে ব্যথিত করত। সে সময় গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। তাদের মধ্যে কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য বিদ্যমান ছিল না। সবলরা দুর্বলের ওপর জুল্ম-নির্যাতন চালাতো। সুদের যাঁতাকলে পিষ্ট হতো গরীবরা। আর ধনীরা অর্থনৈতিক নির্যাতনে গরীবদের নিঃস্ব করে দিত। চুরি-ডাকাতি, খুন-রাহাজানি ছিল আরবদের নিত্যদিনের ঘটনা। তাদের এই অবস্থার বর্ণনায় আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

বেদুঈনরা কুফরী ও মুনাফিকিতে অধিক পারদর্শী এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের ওপর যা নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্বন্ধে তারা অধিকতর অজ্ঞ। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ।[২০]

সমাজের এই অশান্তিময় অবস্থা রাসূলুল্লাহ স.-কে সারাক্ষণ কষ্ট দিত। তিনি সব সময় চিন্তা করতেন কিভাবে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যায়। এ কারণে আমরা দেখতে পাই নুবুওয়াতের আগেই যুবক মুহাম্মদ স. সামাজিক ন্যায়বিচার

১৯. আল-কুরআন, ৪২ : ১৫
২০. আল-কুরআন, ৯ : ৯৭



প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুবকদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এর নামকরণের ব্যাপারে বলা হয়েছে-

কেননা তাঁরা এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তাঁরা নিজেদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে। তাঁদের কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি কোন দুর্বল ব্যক্তির ওপর জুল্ম করলে তা প্রতিহত করা হবে এবং কোন স্থানীয় লোক কোন বিদেশী অভ্যাগতের হক ছিনিয়ে নিলে তা ফিরিয়ে দেয়া হবে।[২১]

দাওয়াতী জীবনের প্রথম দিকে একবার রাসূলুল্লাহ স. বানূ হাশিম গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি বৈঠক আহ্বান করেন। সেখানে তিনি তাঁর দাওয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন যে, قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. "আমি তোমাদের নিকট এমন দাওয়াত নিয়ে এসেছি, যে দাওয়াত দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করবে।" অর্থাৎ এর মাধ্যমে দুনিয়ায় এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে কোন অকল্যাণ ও অশান্তি থাকবে না। আর এ দাওয়াত কবুল করলে আখিরাতেও সফল হওয়া যাবে। এর কিছুদিন পর তিনি কুরাইশ প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা করার সময় বলেন, فإن تقبلوا من ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والاخرة "আমি যে দাওয়াত পেশ করছি তা যদি তোমরা গ্রহণ করো, তাহলে তাতে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ নিহিত আছে।"[২২]

এখানে দুনিয়ার কল্যাণ বলতে দুনিয়ার সামগ্রিক কল্যাণকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে দুনিয়ার জীবন সর্বাঙ্গীন সুন্দর হবে। সমাজব্যবস্থা নিষ্কলুষ ও নিখুঁত হবে। স্থায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। রাসূলুল্লাহর স. উদ্দেশ্য ছিল সমাজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে সেখানে ন্যায়-নীতি ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এ কারণে কুরাইশদের সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি আবার আহ্বান করেন এভাবে যে,

نَعَمْ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تُعْطُونِيهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ ، وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ .

একটি মাত্র কথা যদি তোমরা আমাকে দাও, তবে তা দ্বারা তোমরা সমগ্র আরব জাতির ওপর আধিপত্য লাভ করবে এবং যত অনারব আছে তারা তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে।[২৩]

এ সব ঘটনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর, মর্যাদাপূর্ণ, ন্যায়-নীতিভিত্তিক ও সমৃদ্ধশালী সমাজ বিনির্মাণ করাই ছিল রাসূলুল্লাহ স.-এর মূল উদ্দেশ্য।

২১. আবুল ফাদল জামালুদ্দীন ইব্ন মানযুর, *লিসানুল আরব*, মিশর : আল মাতবা'আহ আল-আমিরিয়্যাহ, ১৮৮৫, খ. ১১, পৃ. ৫২
২২. ইব্ন হিশাম, *আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ*, দামেস্ক : দারুল খাইর, ১৯৯৯, খ. ১, পৃ. ৩১৬
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

মাক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবীরা যখন প্রচণ্ড বিরোধিতা ও নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছিলেন, তখন সাহাবীরা একবার রাসূলুল্লাহর স. কাছে তাঁদের নির্যাতনের কথা বলে এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দু'আ চাইলেন। তখন তিনি সাহাবীদের সুসংবাদ শুনিয়ে বললেন,

وَاللَّه لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

আল্লাহর কসম, আল্লাহ এ দীনকে একদিন অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। (ফলে সর্বত্রই নিরাপদ ও শান্তিময় অবস্থা বিরাজ করবে।) এমনকি তখনকার দিনে একজন উষ্ট্রারোহী একাকী সান'আ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করবে, অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয়ে সে ভীত থাকবে না, এমনকি তার মেষপালের ব্যাপারে নেকড়ে বাঘের আশঙ্কাও তার থাকবে না। কিন্তু তোমরা (ঐ সময়ের অপেক্ষা না করে) তাড়াহুড়া করছো।"[২৪]

এখানে রাসূলুল্লাহ স. এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিলেন, যেটা সম্পূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক ও শান্তিময়। যেখানে কোন চুরি-ডাকাতি, খুন-রাহাজানি ও লুণ্ঠন থাকবে না। কেউ অন্যের জান-মাল, ইজ্জত, সম্ভ্রম অন্যায়ভাবে স্পর্শ করার সাহস করবে না। বাস্তবিকই রাসূল স. এ রকম এক শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

হিজরতের পর আদী ইব্ন হাতিম রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে তাঁকে নানাভাবে পরখ করতে লাগলেন। এ সময় রাসূল স. আগন্তুকের চিন্তাধারার সাথে সঙ্গতি রেখে অনেক কথাই বললেন। এক পর্যায়ে তিনি ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন-

فَوَاللَّه لَيُوشِكَنَّ أَنْ تَسْمَعَ بِالْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مِنْ الْقَادِسِيَّةِ عَلَى بَعِيرِهَا ( حَتَّى ) تَزُورَ هَذَا الْبَيْتَ لا تَخَافُ

অচিরেই তুমি শুনবে, এক মহিলা সুদূর কাদিসিয়া থেকে একাকী তার উটে সওয়ার হয়ে এই মসজিদ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে এবং সম্পূর্ণ নির্ভয়ে এসে পৌঁছেছে।[২৫]

সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি হিজরতের পরে মদীনার জীবনের প্রথমেই মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীদের সাথে এক ঐতিহাসিক চুক্তি করেন। যেটি ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' হিসেবে স্বীকৃত। এ সন্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সেখানে এক শান্তিময় ঐক্য গড়ে তোলেন।

[২৪]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মানাকিব, পরিচ্ছেদ : আলামাতুন নুবুওয়্যাতি ফিল ইসলাম, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৩৪১৬

[২৫]. ইবনু হিশাম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৮০



**শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রধান দিকসমূহ**

মাক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ স. যেমন মনে-প্রাণে কামনা করতেন সকল অন্যায়-অবিচারহীন একটি শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণের, তেমনি মদীনায় গিয়ে তাঁর প্রধান লক্ষ্যই ছিল সমস্ত অন্যায়-অবিচার দূর করে সাম্যের ভিত্তিতে এক শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃত অর্থেই মদীনায় রাসূল স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ তার সমস্ত সামাজিক সম্পর্কসহ এমনভাবে সংশোধিত হয়েছিল, যার ফলে সমাজের সকল স্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। সেখানে কেউ অন্যায়ভাবে অন্যের হক নষ্ট করত না। প্রত্যেকে নিজ নিজ অধিকার ভোগ করত। কারো প্রতি সামান্যতম জুলুম করা হত না। বিশেষ করে ওহুদ যুদ্ধের পর নাযিলকৃত সূরা আন-নিসা এবং আল-মা'ইদাতে বর্ণিত ইসলামের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান রাসূলুল্লাহ স. তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেছিলেন। জীবন, জগৎ ও মানুষের মাঝে যে মূলগত ঐক্য বিদ্যমান তার ভিত্তিতে সাম্য ও ইনসাফপূর্ণ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল রাসূলের স. মূল লক্ষ্য। তবে এই সাম্য মানুষের ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুসারে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি; বরং যোগ্যতামাফিক প্রত্যেকে তার সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করত। আর এ সব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গৃহীত রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রধান যে দিকসমূহ লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে,

### ➢ আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও একত্ব প্রতিষ্ঠা করা

রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রধান ভিত্তিই ছিল আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কারণ আল্লাহ তা'য়ালাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া সমাজে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আসমান-যমীন ও এখানে যা কিছু আছে সবই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি যাঁর হাতে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের কর্তৃত্ব। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতা রাখেন।[২৬]

অন্যত্র বলা হয়েছে-

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾

[২৬]. আল-কুরআন, ৬৭ : ১

যিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক, যিনি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি, যার সাথে রাজত্বে কেউ শরীক নেই, যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন তারপর তার একটি তাকদীর নির্ধারিত করে দিয়েছেন।[২৭]

এছাড়া আল-কুরআনে আরো বহু আয়াত বিদ্যমান, যেখানে পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার সার্বভৌম ক্ষমতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ স. সকলকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করেছিলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

বলো, হে কিতাবধারীগণ! তোমরা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একটা অভিন্ন কথায় আসো যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবো না, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না এবং আল্লাহর পরিবর্তে কেউ কাউকে প্রভু বানাবো না।[২৮]

আসলে আল্লাহর যমীনে আল্লাহকে রব, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা ও বিধানদাতা হিসেবে স্বীকার করে সেই অনুযায়ী গোটা সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনা না করলে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব না। এ কারণে রাসূলুল্লাহ স. তাঁর জাতিকে সর্বপ্রথম এ দিকে আহ্বান করেন। আর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন।

### ➢ সমাজের সকলের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ স.-এর আগমনের সময় মানবজাতি বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এদের কেউ কেউ নিজেদের দেবতার বংশধর মনে করত, আবার কেউ কেউ মনে করত তাদের শরীরে রাজ-রাজাদের রক্তধারা প্রবাহিত। এ কারণে তারা নিজেদেরকে অন্য থেকে শ্রেয় মনে করত। আবার কাউকে মনে করত আল্লাহর মস্তক থেকে সৃষ্ট । সে জন্য অন্যরা তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। অন্যদিকে কাউকে ভাবত আল্লাহর পদযুগল থেকে সৃষ্ট। এ কারণে তাকে অস্পৃশ্য ও কুলাঙ্গার হিসেবে গণ্য করত। সমাজের প্রভু শ্রেণিদের জন্য তাদের দাস-দাসীদের শাস্তি দেয়া বা হত্যা করাকে বৈধ মনে করা হত ।[২৯] এরকম একটি সমাজকে রাসূলুল্লাহ স. এমনভাবে পরিবর্তন করেন, যেখানে কোন মানবিক ভেদাভেদ ছিল না। সেখানে তিনি কোন ভাষাগত, দেশগত, শ্রেণিগত, বর্ণগত ও মর্যাদাগত বৈষম্যের চিহ্ন রাখেননি। এ ব্যাপারে তাঁর ঘোষণা ছিল-

২৭. আল-কুরআন, ২৫ : ২
২৮. আল-কুরআন, ৩ : ৬৪
২৯. সায়্যিদ কুতুব, *আল-'আদালাহ আল-ইজতিমা'ইয়্যাহ ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪



يا أيها الناس ! إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أسود ، ولا لأسود على أحمر ، إلا بالتقوى ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، ألا هل بلغت ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : فليبلغ الشاهد الغائب

ওহে মানুষেরা! নিশ্চয় তোমাদের রব এক। তোমাদের পিতা এক। সাবধান! তাক্বওয়া ছাড়া কোন আরবের প্রাধান্য নেই আজমের উপর এবং আজমেরও প্রাধান্য নেই আরবের উপর। আর কোন লালের প্রাধান্য নেই কালোর উপর এবং কোন কালোর প্রাধান্য নেই লালের উপর। নিশ্চয় আল্লাহর দরবারে তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে অধিক মুত্তাকী। সাবধান! আমি কি (রিসালাতের দায়িত্ব) পৌঁছিয়েছি? তাঁরা বললেন: অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি বললেন, সুতরাং যে উপস্থিত সে যেন অনুপস্থিতের কাছে পৌঁছে দেয়।[৩০]

রাসূলুল্লাহ স. শত্রু-মিত্র, সমর্থক বা বিরোধী, মুসলিম বা অমুসলিম সবার সাথে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতেন। নিজের নিকট আত্মীয় হলেও কোন রকম পক্ষপাতমূলক বিচার করতেন না। একবার মাখযুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের জনৈকা মহিলা চুরি করল। উসামাহ রা. তার উপর আল্লাহর বিধান কার্যকর না করার সুপারিশ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

أتَشفع في حدٍّ من حدود الله؟!، ثم قام فاختطَب، ثم قال: إنما أهلَك الذين قبلكم: أنَّهم كانوا إذا سرَق فيهم الشريف ترَكوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ، وايْم الله، لو أن فاطمة ابنة محمد سرَقت، لقطَعت يدها

তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি মওকুফের সুপারিশ করছো? এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে মানুষেরা তোমাদের পূর্ববর্তীরা এজন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, যখন তাদের মধ্যে মর্যাদাশীল কেউ চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন দুর্বল কেউ চুরি করত তখন তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করত আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।"[৩১]

বানু নাযীর যখন বানু কুরাইযার কাউকে হত্যা করত তখন অর্ধেক রক্তমূল্য প্রদান করত, আর যখন বানু কুরাইযা যখন বানু নাযীরের কাউকে হত্যা করত তখন তাদেরকে পূর্ণ রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হত। কিন্তু যখন আল-কুরআনের এই আয়াত নাযিল হলো-

৩০. মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০০, হাদীস নং- ২৯৬৪
৩১. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হুদুদ, পরিচ্ছেদ : কাত'উছ ছারিক আশ-শারীফ ওয়া গাইরিহি, রিয়াদ : দারু তাইবাহ্, ১৪২৬ হি, খ. ২, পৃ. ৮০৫, হাদীস নং-১৬৮৮

﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

আর তারা যদি কখনো (কোন বিচার নিয়ে) তোমার কাছে আসে, তাহলে তুমি (চাইলে) তাদের বিচার করতে পারো কিংবা তাদের উপেক্ষা করো। যদি তুমি তাদের উপেক্ষা করো, তা হলে (নিশ্চিত থাকো), তারা তোমার কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না। তবে যদি তুমি তাদের বিচার-ফায়সালা করতে চাও, তাহলে অবশ্যই ইনসাফ সহকারে বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।[৩২]

তখন রাসূলুল্লাহ স. তাদের মধ্যে সমান রক্তপণ ধার্য করেন।[৩৩] পৃথিবীর কোন বিচারক রাসূলুল্লাহ স.-এর মত ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। সত্য ও ন্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন একমাত্র তিনিই তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে করে দেখিয়েছেন।

### ➢ সম্পদের সুষম বণ্টনব্যবস্থা প্রবর্তন

রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচারের অন্যতম দিক ছিল ধন-সম্পদের সুষম বণ্টনব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে তিনি বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদে পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি দেন। সাথে সাথে মুসলিম সম্পদশালীদের যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক করেন এবং তা অনাদায়ে শাস্তির নির্দেশ দেন। এছাড়া অমুসলিমদের ওপর জিযইয়া ধার্য করেন। এর পাশাপাশি ধন-সম্পদ যাতে কারো হাতে কুক্ষিগত হয়ে না থাকে সে জন্য তিনি মানুষদের ধন-সম্পদ দান করতে উৎসাহ দেন। সমাজের কল্যাণের স্বার্থে এবং সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অকাতরে দান করতে অনুপ্রেরণা দান করেন। তিনি নিজেও কোন সম্পদ নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রাখতেন না। এ ব্যাপারে আবু যার আল-গিফারী রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه و سلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال ( يا أبا ذر ) . قلت لبيك يا رسول الله قال ( ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا ) . عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم مشى ثم قال ( إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا – عن يمينه وعن شماله ومن خلفه – وقليل ما هم )

৩২. আল-কুরআন, ৫ : ৪২

৩৩. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আকযিয়াহ, পরিচ্ছেদ : আল-হুকম বাইনা আহলিল যিম্মাহ্, হাদীস নং- ৩১২০

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) الآيَةَ قَالَ كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِى قُرَيْظَةَ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِى النَّضِيرِ أَدَّوْا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كَامِلَةً فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بَيْنَهُمْ.



একবার আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মদীনার কঙ্করময় প্রান্তরে হেঁটে চলছিলাম। ইতোমধ্যে উহুদ আমাদের সামনে পড়ল। তখন তিনি বললেন, হে আবু যার! আমি বললাম, লাব্বাইক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আমার নিকট এ উহুদ পরিমাণ সোনা হোক আর তা ঋণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে রেখে দেওয়া ব্যতীত একটি দীনারও তা থেকে আমার কাছে জমা থাকুক আর এ অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হোক, তা আমাকে আনন্দিত করবে না। তবে যদি তা আমি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এভাবে তাকে ডানদিকে, বামদিকে ও পেছনের দিকে বিতরণ করে দেই তা স্বতন্ত্র। এরপর তিনি চললেন। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন, জেনে রেখো, প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন স্বল্পাধিকারী হবে। অবশ্যই যারা এভাবে, এভাবে, এভাবে ডানে, বামে ও পেছনে ব্যয় করবে, তারা এর ব্যতিক্রম। তবে এ জাতীয় লোক অতি অল্পই।[৩৪]

এমনকি বেশি মুনাফা করার আশায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দ্রব্য সামগ্রী আটকে রাখাকে তিনি অবৈধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

مَنِ احْتَكَرَ فهو خاطئ

যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য আটকিয়ে রাখল সে পাপী ও অপরাধী।[৩৫]

### ➢ জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা এবং মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা

রাসূলুল্লাহ স. তার প্রতিষ্ঠিত সমাজে সকলের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। অপরের ধন সম্পদ জবর দখল, আত্মসাৎ ও লুণ্ঠন করাকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। এটাকে অবৈধ বলে ঘোষণা দেন। তিনি বলেন,

من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين

যে অন্যায়ভাবে অপরের জমির এক বিঘত পরিমাণ অংশও জবর দখল করবে, তার গলায় সপ্ত যমীনের হার ঝুলিয়ে দেয়া হবে।[৩৬]

তিনি আরো বলেন,

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة

যে কোন মুসলমানের অধিকার কেড়ে নিবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দিবেন এবং জান্নাত হারাম করে দিবেন।[৩৭]

৩৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আর-রিকাক, পরিচ্ছেদ : কওলুন্নাবিয়্যি স. : মা ইয়াসুররুনী..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬০৭৯

৩৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল মুসাকাত, পরিচ্ছেদ : তাহরীমুল ইহতিকার ফিল আকওয়াত, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৫৪, হাদীস নং-১৬০৫

৩৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল মুসাকাত, পরিচ্ছেদ : তাহরীমুয জুল্ম ওয়া গাছবিল আর্দ ওয়া গাইরিহা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৫৬-৫৭, হাদীস নং-১৬১২

৩৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ: অ'ঈদ মান কাতা'আ হাক্কা মুসলিমিন বি ইয়মিনিহী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৭৩, হাদীস নং-১৩৭

তিনি কঠোর ভাষায় বলেন,

كلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ হারাম।[৩৮]

এ কারণে অন্যের অধিকার আদায়ের বেলায় কোনরকম শৈথিল্য প্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রত্যেকে অপরের অধিকারের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন থাকবে। উঁচু-নীচু, ধনী-গরীব, শ্রমিক-মজুরসহ সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের নিজ নিজ হকের ব্যাপারে যদি প্রত্যেকে নজর রাখে তাহলে এক শান্তিময়, সৌহার্দপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আল্লাহর রাসূল স. বলেন, আল্লাহ বলেছেন :

ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا اسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ

কিয়ামতের দিনে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা ও চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে, যে ব্যক্তি স্বাধীন মানুষ বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করেছে এবং যে ব্যক্তি কাউকে মজুর নিয়োগ করে সম্পূর্ণ কাজ আদায় করে নিয়েছে, কিন্তু তাকে মজুরী প্রদান করেনি।[৩৯]

রাসূলুল্লাহ স. তাঁর সমাজে সকলের পূর্ণ মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করেন। তিনি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সাদা-কালো নির্বিশেষে প্রত্যেককে তার মর্যাদা অনুযায়ী মূল্যায়ন করতেন। কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করে কোন কথা বলতেন না এবং কেউ সেটা করলে তা অপছন্দ করতেন। এমনকি তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন,

لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُه

আমাকে তোমরা সে রকম উচ্চ প্রশংসা করো না, যেমনটি খ্রিস্টানরা ঈসা ইব্ন মার্ইয়ামকে করেছিল। আমি তো আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।[৪০]

যুদ্ধবন্দী শত্রুদেরকেও তিনি ন্যায়সঙ্গত মানবিক মর্যাদাদানের নির্দেশ দেন। অন্যায়ভাবে তাদের হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। তিনি বলেন,

مَن قَتَل قتيلاً من أهل الذِّمة، لَم يجد ريح الجنة، وإن ريحَها ليُوجَد من مسيرة أربعين عامًا

৩৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াছ ছিলাহ ওয়াল আদাব, পরিচ্ছেদ : তাহরীমু যুলমিল মুসলিমীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৯৩, হাদীস নং- ২৫৬৪

৩৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : ইছমু মান বা'আ হুররান, হাদীস নং- ২১১৪

৪০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, পরিচ্ছেদ : অজকুর ফিল কিতাব মারয়ামা ইজিনতাবাজাত, হাদীস নং- ৩৪৪৫



যে ব্যক্তি যিম্মীদের কাউকে হত্যা করল সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ অবশ্যই পাওয়া যাবে।[৪১]

এছাড়া আল্লাহর রাসূল স. স্বয়ং সব সময় ভয়ে থাকতেন যে, কাউকে জুল্ম করে বসেন কিনা। একবার এক মুনাফিক রাসূলুল্লাহর স. ন্যায়বিচার নিয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি জবাবে বলেন, من يطع الله إذا عصيت؟ 'আমি যদি আল্লাহর অবাধ্য হই তবে কে তাঁর আনুগত্য করবে?'[৪২]

### ➢ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা

মানুষের ব্যক্তিগত স্বাভাবিক স্বাধীনতা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ স. মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি খেয়াল রাখতেন। তবে এ স্বাধীনতা অবশ্যই লাগামহীন স্বাধীনতা নয়, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি শুধু ভোগ বিলাস ও নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। বরং এটি একটি সীমারেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে যেমন নারী-পুরুষ উভয়কে সমমর্যাদা ও সমঅধিকার দান করেছেন, তেমনি বৈষয়িক বিষয়েও উভয়ের মতামত ও স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت

বিবাহিত রমণীর প্রকাশ্য সম্মতি ছাড়া তাকে পুনঃবিবাহ দেয়া যাবে না এবং অবিবাহিতদের অনুমতি ছাড়া তাকে বিবাহ দেয়া যাবে না। আর তার সম্মতি হলো চুপ থাকা।[৪৩]

ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ স. এমন একটি জাগতিক পরিবেশ তৈরি করেছিলেন যেখানে মানুষ ইনসাফের সাথে যুক্ত হতে এবং এর জন্য সব রকমের দুঃখ-কষ্ট মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল। ব্যক্তির মধ্যে যদি ন্যায়ের চেতনাবোধ না থাকে তবে শুধু আইনের দ্বারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। একারণে আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ স.-এর সমাজে অনেকে স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করত। প্রখ্যাত সাহাবী মা'ইজ ইব্ন মালিক রা. একবার রাসূলের দরবারে হাজির হয়ে স্বেচ্ছায় তাঁর ব্যভিচারের কথা স্বীকার করেন।[৪৪] তিনি অপরাধীকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য রিমান্ডে নেননি। তার ওপর কোন জোর প্রয়োগ করেননি। বরং রাসূলুল্লাহ স. এমন এক স্বাধীন সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি

৪১. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, পরিচ্ছেদ : তা'জীমু কাতলিল মু'আহিদ, হাদীস নং- ৬৯৫২

৪২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আমবিয়া, পরিচ্ছেদ : ক্বাওলিল্লাহি তা'য়ালা.., হাদীস নং- ৩১৬৬

৪৩. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আন-নিকাহ্, পরিচ্ছেদ : মা জা'আ ফী ইসতি'মারিল বিকর্ ওয়াস সাইব, হাদীস নং-১১০৭

৪৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হুদুদ, পরিচ্ছেদ : মান ই'তারাফা 'আলা নাফসিহি বিয যিনা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৬৯৫

করেছিলেন, যেখানে অপরাধী নিজ থেকেই অপরাধ স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। এছাড়া তিনি ঐ সাহাবীর কাছে এটাও জানতে চাননি যে, কার সাথে সে যিনা করেছে। আজ্‌দ গোত্রের এক মহিলার একই রকম যিনা স্বীকার করার ঘটনাও হাদীসে এসেছে। সেখানেও রাসূলুল্লাহ স. তাকে জবরদস্তি করে স্বীকারোক্তি আদায় করেননি। আবার তার সাথে যিনাকারী পুরুষের ব্যাপারেও জানতে চাননি। তবে অপরাধী প্রমাণ হওয়ার পর তাকে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেননি। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচারের নমুনা।

### ➢ পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা

সমাজের প্রত্যেক শ্রেণি-পেশার মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধ ছাড়া শুধু ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়ন করা সম্ভব না। এ জন্য রাসূলুল্লাহ স. সবাইকে দায়িত্বশীল হবার তাকীদ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।[৪৫]

তিনি সামাজিক জীবনের পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার নীতিমালাকে স্পষ্ট করেছেন। ব্যক্তি ও তার সত্তা, ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যক্তি ও পরিবার, এক জাতির সাথে অন্য জাতির, প্রত্যেক জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর- সবার মাঝে তিনি এক মজবুত পাস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

﴿ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

তোমরা নিজেদের হাতকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না।[৪৬]

রাসূলুল্লাহ স. তাঁর সমাজে দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য পাহাদার হতে হবে। স্বাধীনতার অজুহাতে সমাজের কোথাও ক্ষতিকর কোন কিছু করার অধিকার কারো নেই। বরং সকলের দায়িত্ব পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নজর রাখা। এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল স. একটি চমৎকার উপমা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

৪৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জুমু'আহ, পরিচ্ছেদ : আল-জুমু'আতু ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, হাদীস নং- ১২৮৪

৪৬. আল-কুরআন, ২ : ১৯৫



مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا

আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা যারা মেনে চলে, আর যারা তা অতিক্রম করে তাদের উদাহরণ হলো- যেমন কিছু লোক একটি জাহাজে আরোহণ করল। তাদের কিছু লোক জাহাজের উপর তলাতে থাকতে এবং কিছু নীচের তলাতে থাকার জন্য স্থান বেছে নিল। যারা নীচের তলায় অবস্থান করছে তাদের পানি পান করার জন্য উপর তলার লোকদের নিকট যেতে হয়। সুতরাং নীচের তলার লোকেরা বলল- আমরা যদি পানির জন্য নীচে একটি ছিদ্র করে নিতাম এবং উপরের তলার লোকদের কষ্ট না দিতাম তাহলে কতইনা ভালো হত। অতএব, লোকেরা যদি নীচের তলার লোকদের ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ দেয় তাহলে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তাদের এ কাজ থেকে বিরত রাখে তাহলে তারা নিজেরা মুক্তি পাবে এবং সাথে সাথে সবাই ধ্বংস থেকে মুক্তি পাবে।[৪৭]

আলোচ্য হাদীসে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনার যে ধ্বংসাত্মক পরিণতি তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বরং এখান থেকে অনুধাবন করা যায়, ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। এখানে সবাইকে অপরের কল্যাণের বিষয় ভাবতে হবে। আর তা না হলে সমগ্র সমাজ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিপতিত হবে। কিন্তু আজকের বিশ্ব-ব্যবস্থা রাসূলের স. এ শিক্ষা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। নিজের, নিজের পরিবারের, নিজের জাতির বা নিজের দেশের সামান্য স্বার্থের জন্য অন্যের, অন্যের পরিবাবের, অন্য জাতির বা অন্য দেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। এমনকি বাড়ির পর বাড়ি, শহরের পর শহর, দেশের পর দেশ ধ্বংস করা হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে জান-মাল ও ফসলাদি। একদিকে অত্যাচারী এভাবে অন্যের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে, অন্যদিকে বিশ্ব-বিবেকও সবকিছু নীরবে সহ্য করছে। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কেউ কোথাও কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আর সে জন্যই সারা বিশ্ব আজ অশান্তির দাবানলে জ্বলছে। অথচ আল্লাহর রাসূল স. বলেন,

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ দেখবে, সে সেটা হাত দিয়ে তা প্রতিহত করবে। এতে যদি সে সক্ষম না হয় তবে সে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করবে।

৪৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আশ-শারিকাহ্, পরিচ্ছেদ : আল- কুর'আহ ফিল মুশকিলাত, হাদীস নং-২৪৯৩

তাতে সে সক্ষম না হলে অন্তর দিয়ে এর প্রতিবাদ করবে। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।[৪৮]

যারা মানুষের উপর জুল্‌ম নির্যাতন চালায় তাদের প্রতিহত করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স. বলেন-

لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا

সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি পাবে না যতক্ষণ না তোমরা তাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে সঠিক পথ গ্রহণ করতে বাধ্য না করবে।[৪৯]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেন-

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم

সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের উপর আযাব নাযিল করবেন। এরপর তোমরা তাঁকে ডাকবে কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না।[৫০]

নবী স. শুধু এ ব্যাপারে ভয়-ভীতি দেখাননি, বরং তিনি পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل

বিধবা, দরিদ্র ও মিসকিনদের উপকারার্থে যারা চেষ্টা করবে তারা স্বীয় কাজের দিক দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারী অথবা দিনভর রোজাদার এবং রাত্রিভর নফল নামায আদায়কারীর সমতুল্য ব্যক্তি।[৫১]

বিশেষ করে তিনি মুসলিম জাতিকে একে অপরের প্রতি দায়িত্ববান ও সহানুভূতিশীল হবার জন্য বলেন,

مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد، إذا اشتكى منه عضو: تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمَّى

৪৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল- ঈমান, পরিচ্ছেদ : বায়ানু কাওনিন নাহয়ি 'আনিল মুনকার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২, হাদীস নং- ৪৯

৪৯. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, পরিচ্ছেদ : সূরাহ্ আল-মা'ইদাহ্, হাদীস নং-৩০৪৭

৫০. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, পরিচ্ছেদ : আল-আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান নাহয়ু 'আনিল মুনকার, হাদীস নং- ২১৬৯

৫১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাগাযী , পরিচ্ছেদ : বা'আছা আবি মুসা ওয়া মু'আয ইলাল ইয়ামান, হাদীস নং- ৪০০০



পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতির বেলায় মুসলিম জাতি একটি দেহের ন্যায়। দেহের একটি অঙ্গ যদি আক্রান্ত হয় তবে তার জন্য সমস্ত শরীর জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় ব্যথিত হয়ে পড়ে।[৫২]

### ➢ পরামর্শভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল পরামর্শের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা করা। আল-কুরআনের নির্দেশনা, ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ "কোন কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের সাথে পরামর্শ করে নিন"[৫৩] এবং ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُم﴾ "তাদের কাজকর্ম পরামর্শের ভিত্তিতে হয়"[৫৪] কে তিনি পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করতেন। এভাবে পরামর্শের ভিত্তিতে বিভিন্ন কাজের সিদ্ধান্ত নেয়া তাঁর কর্মের একটি মূলনীতি ছিল। তবে যে সব কাজ ওহী দ্বারা পরিচালিত হত তা তিনি ওহীর নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা করতেন।

### ➢ সংখ্যালঘুদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

মুসলিম রাষ্ট্রে রাসূলুল্লাহ স.-এর শাসনাধীনে অমুসলিমরা বসবাস করলেও তাদের সাথে তিনি কখনো অন্যায় আচরণ করেননি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে অমুসলিমরা পূর্ণ অধিকার ভোগ করত। তিনি নিজে যেমন তাদের সাথে ন্যায়বিচার করতেন তেমনি অন্যদেরকেও তাদের সাথে ন্যায় আচরণের নির্দেশ দিতেন। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি তাদের ধর্মীয় মতাদর্শ, ব্যক্তি মর্যাদা বা বংশ মর্যাদা কোনটার দিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। যদিও হকের অধিকারী অমুসলিম ব্যক্তিটি মুসলিমদের নির্যাতন করে থাকুক। তিনি আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে লক্ষ্য রাখতেন,

﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

আর যদি বিচার কর তবে তাদের মধ্যে সুবিচার করো। নিশ্চই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।[৫৫]

অমুসলিম বা যাদের সাথে কোন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ, তাদের হক আদায়ের ব্যাপারে তিনি তাঁর সাহাবীদের খুব তাগিদ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রায় ত্রিশটির বেশি হাদীস পাওয়া যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ বলেন,

ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ له شيئًا بغير حقه، فأنا حجيجه يوم القيامة

৫২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াছ ছিলাহ ওয়াল আদাব, পরিচ্ছেদ : নাছরুল আখি জালিমান আও মাজলুমান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২০১, হাদীস নং- ২৫৮৬

৫৩. আল-কুরআন : ৩ : ১৫৯

৫৪. আল-কুরআন : ২৬ : ৩৮

৫৫. আল-কুরআন, ৫ : ৪২

সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির ওপর জুলুম করবে বা তার হক কম দিবে অথবা তার সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দিবে কিংবা অন্যায়ভাবে তার সামান্যতম হক নিয়ে নিবে, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বিবাদ করব।[৫৬]

এছাড়া তিনি আরো বলেন,

من قتل معاهدًا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة

যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিবেন।[৫৭]

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ও তাঁর সাহাবীরা হুনাইনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ছাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাহ তখনো মুশরিক ছিলেন। তিনি ছিলেন মক্কার বড় অস্ত্র ব্যবসায়ী। তাঁর কাছে অনেক অস্ত্র ছিল। যুদ্ধের জন্য রাসূল-এর কিছু ঢালের প্রয়োজন হলো। তিনি ছাফওয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ছাফওয়ান, তোমার কাছে কোন অস্ত্র আছে? ছাফওয়ান বললেন, কর্জ নিবেন নাকি জোর করে নিবেন? তিনি বললেন, না, বরং কর্জ নেব। অতঃপর ছাফওয়ান রাসূলুল্লাহ স. কে ৩০-৪০ টি ঢাল ধার দিলেন। রাসূল স. যুদ্ধ করলেন। মুশরিকরা পরাজিত হলো। এরপর ছাফওয়ানের ঢালগুলো একত্রিত করা হলো। এর মধ্যে কয়েকটি ঢাল হারিয়ে গেল। রাসূল স. তাঁকে বললেন, আমরা তোমার কয়েকটি ঢাল হারিয়ে ফেলেছি। আমরা কি তোমাকে জরিমানা দিব? তিনি বললেন, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ। কেননা আজকে আমার অন্তরে এমন জিনিস আছে, যা সেদিন ছিল না।[৫৮]

নিজের বিজয় করা এলাকার একজন মুশরিকের কাছ থেকে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জোর করে একটি অস্ত্রও নিলেন না। এমনকি তা থেকে কয়েকটি হারিয়ে গেলে নিজ থেকেই জরিমানা দিতে চাইলেন। অথচ আজকে আমরা দেখতে পাই, ক্ষমতার জোরে মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নেয়া হচ্ছে। সবকিছু হারিয়ে মাজলুম নীরবে চোখের পানি ফেলছে।

৫৬. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, পরিচ্ছেদ : ফী তা'শীরি আহলিজ জিম্মাহ্ ইজা ইখতালাফু, হাদীস নং- ৩০৫৪

৫৭. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-জিহাদ, পরিচ্ছেদ : আল-ওয়াফা লিল মু'আহিদ, হাদীস নং- ২৭৬২

৫৮. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, পরিচ্ছেদ : ফী তাদমীনিল 'আরিয়াহ্, হাদীস নং- ৩৫৬৫

عَنْ أُنَاسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاَحٍ ». قَالَ عَارِيَةً أَمْ غَصْبًا قَالَ « لاَ بَلْ عَارِيَةً ». فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– حُنَيْنًا فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لِصَفْوَانَ « إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ ». قَالَ لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لأَنَّ فِى قَلْبِى الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ أَعَارَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمَ.



আব্দুর রহমান ইবন আবি বকর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ১৩০ জন লোক ছিলাম। (সবাই খুব ক্ষুধার্ত ছিল)। রাসূল স. বললেন, তোমাদের কারো নিকট কোন খাবার আছে? একজনের কাছে এক 'ছা' পরিমাণ খাবার ছিল। সেটা মেশানো হলো। অতঃপর একজন মুশরিক একদল বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রাসূল স. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি বিক্রির জন্য নাকি দানের? মুশরিক বলল, না, বরং এটি বিক্রির জন্য। অতঃপর তিনি তার থেকে একটি বকরী ক্রয় করলেন। অতঃপর সেটি প্রস্তুত করা হলো।[৫৯]

প্রচণ্ড ক্ষুধাসহ ১৩০ জন সাহাবী নিয়ে তিনি একজন মুশরিককে একাকী পেয়েও তার সম্পদ জোর করে কেড়ে নিলেন না। এভাবে ইসলামের বিজয়ের দিনেও তিনি সংখ্যালঘুদের সাথে সামান্যতম অন্যায় আচরণ করেননি। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে কোন কার্পণ্য ও অন্যায় হস্তক্ষেপ করেননি। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নের ঘটনা থেকেও জানতে পারি,

জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর পিতা একজন ইহুদীর কাছ থেকে নেওয়া ত্রিশ ওয়াসাক খেজুর ঋণ রেখে ইন্তিকাল করেন। ঋণ পরিশোধের দিন আসল। কিন্তু জাবির রা. তখন ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম ছিলেন না। এ জন্য তিনি ইহুদির কাছে সময় চাইলেন। কিন্তু সে সময় দিতে অস্বীকার করল এবং তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে চাপ দিল। তখন রাসূলুল্লাহ স. তাঁদের মধ্যে মধ্যস্থতা করলেন। তিনি ইহুদীকে অনেক কথা বলে সময় দেয়ার জন্য সুপারিশ করলেন। কিন্তু সে একবারেই অস্বীকার করল এবং বলল : 'হে আবুল কাসেম, আমি তাকে সময় দেব না। রাসূলুল্লাহ স. তখন ইহুদীর মদীনায় বসবাসের অবস্থার দিকে তাকালেন না, তিনি মুসলিমদের সাথে ইহুদীদের শত্রুতার বিষয়েও নজর দিলেন না। বরং তিনি দেখলেন যে, হক ইহুদীর এবং সেটাকে আদায় করা ওয়াজিব। তিনি ইহুদীর সাথে ন্যায়বিচার করলেন। তাকে তার ঋণ পরিশোধ করে দিলেন।[৬০] এই সম্মানিত সাহাবীর সাথে রাসূলের স. যে ঘনিষ্ঠতা ছিল সে দিকে রাসূলুল্লাহ স. ভ্রুক্ষেপ করলেন না। বরং তিনি শরীয়তের বিধানের দিকে খেয়াল রাখলেন। আল-কুরআনের এই আয়াতের বিধানের দিকে লক্ষ্য রাখলেন,

৫৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, পরিচ্ছেদ : আশ-শিরা' ওয়াল বাই মা'আল মুশরিকীন..., হাদীস নং- ২৬১৮

عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( بيعا أم عطية ؟ أو قال هبة ) . قال لا بل بيع فاشترى منه شاة

৬০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-ইস্তিকরাদ, পরিচ্ছেদ : ইযা কাসস..., হাদীস নং- ২২৬৬

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে গেলেও তোমরা আল্লাহর (পক্ষে) সাক্ষী হিসেবে ন্যায়ের উপর অটল থাকবে। (সাক্ষ্য যার বিরুদ্ধে যাবে) সে ধনী হোক কিংবা গরীব হোক আল্লাহ্ই উভয়ের ভাল রক্ষক। অতএব তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, পাছে (ন্যায় থেকে) বিচ্যুত হও। আর যদি তোমরা (সাক্ষ্য) ঘুরিয়ে দাও কিংবা এড়িয়ে যাও তাহলে (জেনে রাখবে) তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা অবগত আছেন।[৬১]

এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ স.-এর ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত। কিন্তু আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা ঠিক এর ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। দখলদার বাহিনী একের পর এক দেশ ধ্বংস করছে। তাদের জান-মাল নষ্ট করছে। যমিনে ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি করছে। কোন ন্যায়-অন্যায় বিচার করছে না। একই দেশের মধ্যে ক্ষমতাশালীরা ভিন্ন মতাবলম্বীদের উপর একই ধরনের অত্যাচার করছে। অন্যায়ভাবে বিরোধীদের সম্পদ দখল করে নিচ্ছে। তাদের জান-মালের ক্ষতি সাধন করছে। সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে তেমন কিছু যেন অবশিষ্ট নেই। ক্ষমতা থাকলে সবকিছু করা বৈধ মনে করা হচ্ছে।

### ➢ পরকালীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

সমাজে শান্তি-শৃঙখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রাসূলুল্লাহ স. শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নের পাশাপাশি সকলকে পরকালীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতেন এবং পরকালীন জবাবদিহিতার ব্যাপারে সতর্ক করতেন। পরকালীন পুরস্কারের ঘোষণার সাথে সাথে কঠিন আযাবের ভয় দেখাতেন। যাতে মানুষেরা পরকালের কল্যাণের আশায় দুনিয়ার ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে। যেমন তিনি বলেছেন,

كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والرجلُ راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته

তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, ব্যক্তি তার পরিবারের দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, খাদেম তার মনিবের মালের দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্বের ব্যাপারে

৬১. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫



জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৬২]

এছাড়া তিনি আরো বলেন,

ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة

আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিলে সে যদি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, সে তার দায়িত্বের খেয়ানতকারী, তাহলে তার ওপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিবেন।[৬৩]

পরকালীন চেতনা বেশি করে জাগ্রত করতে এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ স. জুল্ম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বিশেষ করে সমাজের দুর্বল শ্রেণির ওপর ক্ষমতাবানদের জুল্মের ব্যাপারে তিনি হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন। তাই সেটা গরীবদের ওপর ধনীদের জুল্ম হোক, অথবা শাসিতের ওপর শাসকশ্রেণির জুল্ম হোক। অত্যাচারিত ব্যক্তি যত বেশি দুর্বল হবে অত্যাচারীর অপরাধ ততই বড় হিসেবে গণ্য হবে।[৬৪] হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন,

يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

হে আমার বান্দা! আমি জুল্ম করাকে নিজের উপর হারাম করেছি এবং এটাকে তোমাদের মধ্যেও হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর জুল্ম করো না।[৬৫]

রাসূলুল্লাহ স. একবার মু'আয রা. কে বললেন,

واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه و بين الله حجاب

তুমি মাজলুমের ফরিয়াদ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ তার ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না।[৬৬]

তিনি জুল্মকারীর প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন-

إن الله عز وجل يُعذّب الذين يعذبون الناس في الدنيا

নিশ্চয় মহান আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেন যারা দুনিয়ায় মানুষদের শাস্তি দিবে।[৬৭]

৬২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ্, পরিচ্ছেদ : ফাদিলাতুল ইমাম আল-'আদিল ওয়াল হাস্সু আলার রিফক বির রা'ইয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৮৬, হাদীস নং-১৮২৯

৬৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : ইসতিহকাকুল ওয়ালী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৫, হাদীস নং-১৪২

৬৪. ইউসুফ আল-কারযাবী, *মালামিহুল মুজতামা'ইল মুসলিম আল্লাযী নুনশিদুহ*, বৈরুত : মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ্ লিত তিবা'আহ ওয়ান নাশর, ২০০১, পৃ.১৩৫

৬৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : বিররি ওয়াছ ছিলাহ ওয়াল আদাব পরিচ্ছেদ : তাহরীমুজ জুলম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৯৮, হাদীস নং- ২৫৭৭

৬৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল- আদাব, পরিচ্ছেদ : আস-সা'য়ী আলাল আরামিলাহ, হাদীস নং- ৫৬৬০

৬৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : বিররি ওয়াছ ছিলাহ ওয়াল আদাব পরিচ্ছেদ : আল-অ'ঈদ আশ-শাদীদ লিমান 'আজ্জাবান নাস বি গাইরি হাক্ক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১২১০, হাদীস নং- ২৬১৩

তিনি আরো বলেন-

ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادلُ وَالصَّائمُ حِينَ يُفْطرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

তিন ব্যক্তির দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না- ন্যায়পরায়ণ নেতা, আর রোযাদার যখন ইফতার করে এবং মাজলুমের দু'আ। আল্লাহ এটাকে মেঘের উপর উঠিয়ে নেন এবং এর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেন। আর প্রভু ঘোষণা করেন, আমার ইজ্জতের কসম! আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব, যদিও তা পরে হয়।[৬৮]

এর পাশাপাশি তিনি ন্যায়বিচারকের মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন-

إنَّ المقسطين عند الله على منابرَ من نور عن يمين الرحمن – عز وجل

দুনিয়ায় সুবিচারকারীরা তাদের সুবিচারের কারণে কিয়ামতের দিন মহান দয়াময়ের ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বারে অবস্থান করবে।[৬৯]

**উপসংহার**

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর দাওয়াতী জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল, আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে এমন এক ইনসাফপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ করা, যেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ অধিকার ভোগ করবে। সাথে সাথে অপরের অধিকার আদায়ে অগ্রগামী হবে। কোন রকম জুল্ম-নির্যাতনের আশ্রয় নেবে না। আর এ কাজে তিনি মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তেমনি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যও সংগ্রাম করেছেন। আর এটা সম্ভব করেছিলেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে এক সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে। তিনি শরীয়তের বিধান পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব করেননি। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, সম্পদের সুষম বণ্টনব্যবস্থা, জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সকলের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তিনি সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। সর্বোপরি তিনি সকলকে পরকালীন চেতনায় জাগ্রত করেন। আখিরাতের কঠিন আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করেন এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেন। বিশ্বে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ স.-এর শিক্ষা সমাজের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করতে হবে।

---

৬৮. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদ- দা'ওয়াত, পরিচ্ছেদ : ফিল 'আফ্ভি ওয়াল 'আফিয়্যাহ , হাদীস নং-৩৫৯৮

৬৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ্, পরিচ্ছেদ : ফাদীলাতুল ইমাম আল-'আদিল ওয়া 'উকবাতুল জাইর, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৮৮৬, হাদীস নং-১৮২৭